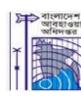


জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২২ এপ্রিল, (বুধবার)

[সময়কাল: ২২.০৪.২০২০-২৬.০৪.২০২০]



ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisd@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়া হাওয়া ও বিজলী চমকানো সহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক নজরে হাওর অঞ্চলের নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস:

- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা প্রদেশের অঞ্চলসমূহে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী পাঁচ দিনের জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ দেওয়া হলো।

বর্তমানে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ, পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে পুকুরের চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।

নীচের সকল পরামর্শ বা করণীয় বৃষ্টিপাতের পর সম্পন্ন করতে হবে।

বোরো ধান:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে কাইচ খোড়ের আগে পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন। কাইচ খোড় থেকে দানা গঠন পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- মাজরা পোকের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বোরো চাষ পুরোদমে চলছে। কাজেই অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

চীনা বাদাম:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাভল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পৈয়াজে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি একর জমিতে ১০টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- ফল পর্যায়ে টমেটো ও বেগুনে ব্লাইট রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- শোষক পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে সপ্তাহে একদিন অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাঙ্কার রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আমের ফল বারে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আমে ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

ভুট্টা:

- ৬০-৭০ দিন বয়সী গাছে তৃতীয় সেচ প্রদান করুন। এ সময় বৃষ্টিপাতের পানির সদ্যবহার করা যেতে পারে।
- আগাছা নিধন করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করতে হবে।

পাট:

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।
- টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২২ এপ্রিল ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২১ এপ্রিল ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২২ এপ্রিল ২০২০ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্ববেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্ববেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	
ঢাকা	ঢাকা	০১	৩০.৭	২৩.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০১	২৯.৮	২১.১	
	টান্গাইল	০৭	২৯.৬	২০.৪		ঈশ্বরদী	০৩	২৯.০	২১.২	
	ফরিদপুর	সামান্য	২৯.৮	২২.৩		বগুড়া	সামান্য	২৮.২	২১.২	
	মাদারীপুর	০২	৩১.২	২১.৮		বদলগাছী	০৪	২৭.৫	২০.৩	
	গোপালগঞ্জ	সামান্য	৩০.৬	২২.২		তাড়াশ	০৩	২৭.০	২০.২	
	নিকলি	০০	৩০.৩	২১.৪		রংপুর	রংপুর	২১	২৭.২	১৮.৮
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩০.০	২১.০	দিনাজপুর		২৬	২৬.৪	১৭.৭	
	নেত্রকোনা	০০	৩০.০	২০.০	সৈয়দপুর		১৯	২৭.১	১৭.২	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২০	৩১.২	২২.৫	খুলনা		খুলনা	০২	৩০.৫	২১.৫
	সন্দ্বীপ	০৩	৩০.২	২২.৮		মংলা	সামান্য	২৯.৮	২২.৯	
	সীতাকুন্ড	০৩	২৯.৫	২২.৫		সাতক্ষীরা	০৪	৩০.০	২২.২	
	রাঙ্গামাটি	০৬	৩১.৭	২২.০		যশোর	০৩	৩০.৪	২১.৪	
	কুমিল্লা	০০	৩০.৮	২২.৬	চুয়াডাঙ্গা	০৩	৩০.০	২০.৮		
	চাঁদপুর	০০	৩১.১	২৩.২	কুমারখালী	০৫	৩০.৮	২১.০		
	মাইজদীকোর্ট	০৩	৩১.২	২৩.৪	বরিশাল	বরিশাল	সামান্য	২৯.৩	২১.৮	
	ফেনী	০১	৩২.০	২৩.০		পটুয়াখালী	০১	২৭.০	২২.৫	
	হাতিয়া	০৪	২৯.৫	২২.৪		খেপুপাড়া	১৮	২৮.৫	২২.০	
	কক্সবাজার	০০	৩৩.৫	২৪.৭		ভোলা	০৬	২৭.৬	২১.৮	
		কুতুবদিয়া	১৩	৩৩.২	২৩.৩					
		টেকনাফ	০০	৩৩.৬	২৫.০					
	সিলেট	সিলেট	সামান্য	৩২.২	২২.৫					
		শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.৪	২২.২					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

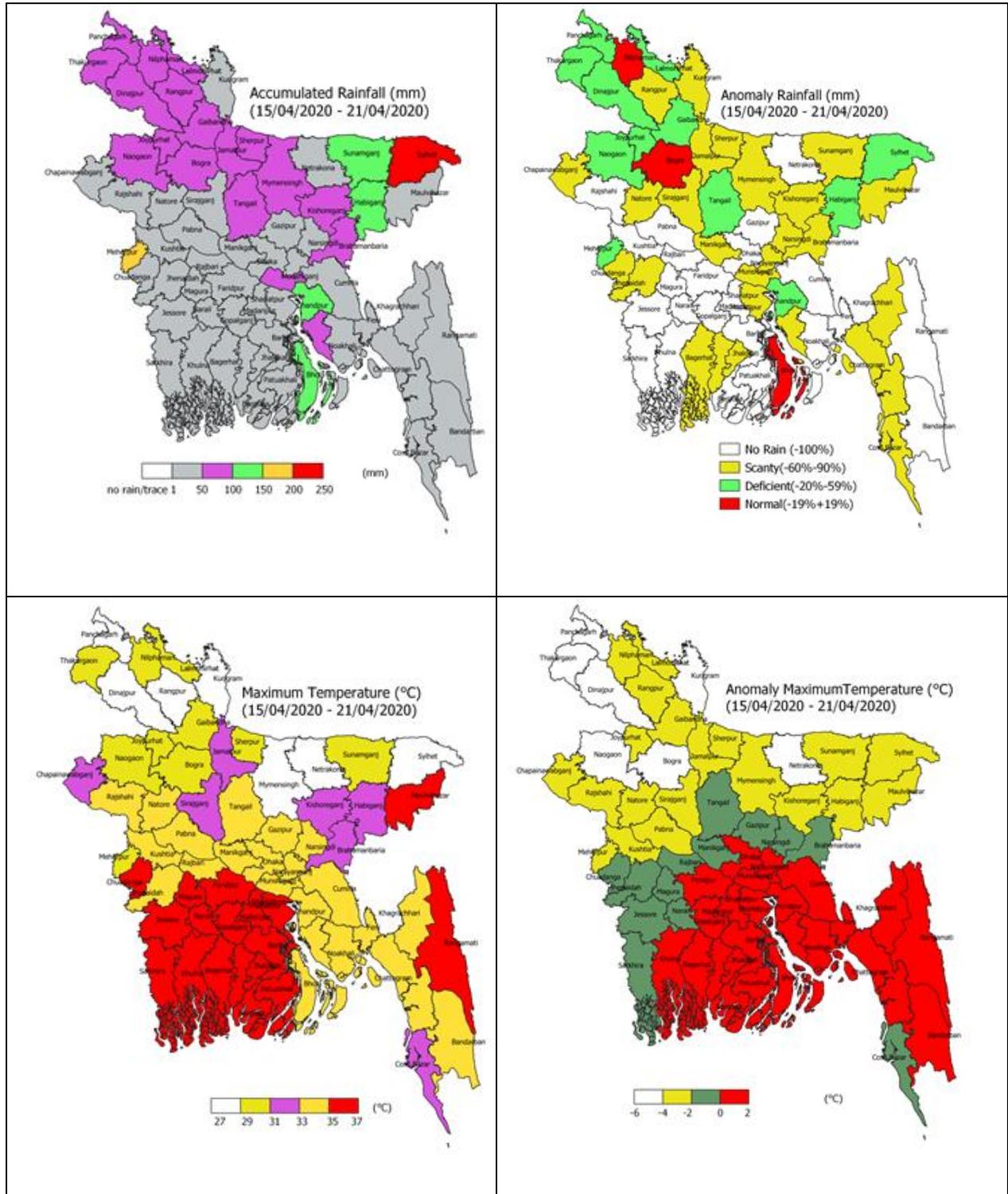
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৫০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫০ মিঃ মিঃ ছিল ।

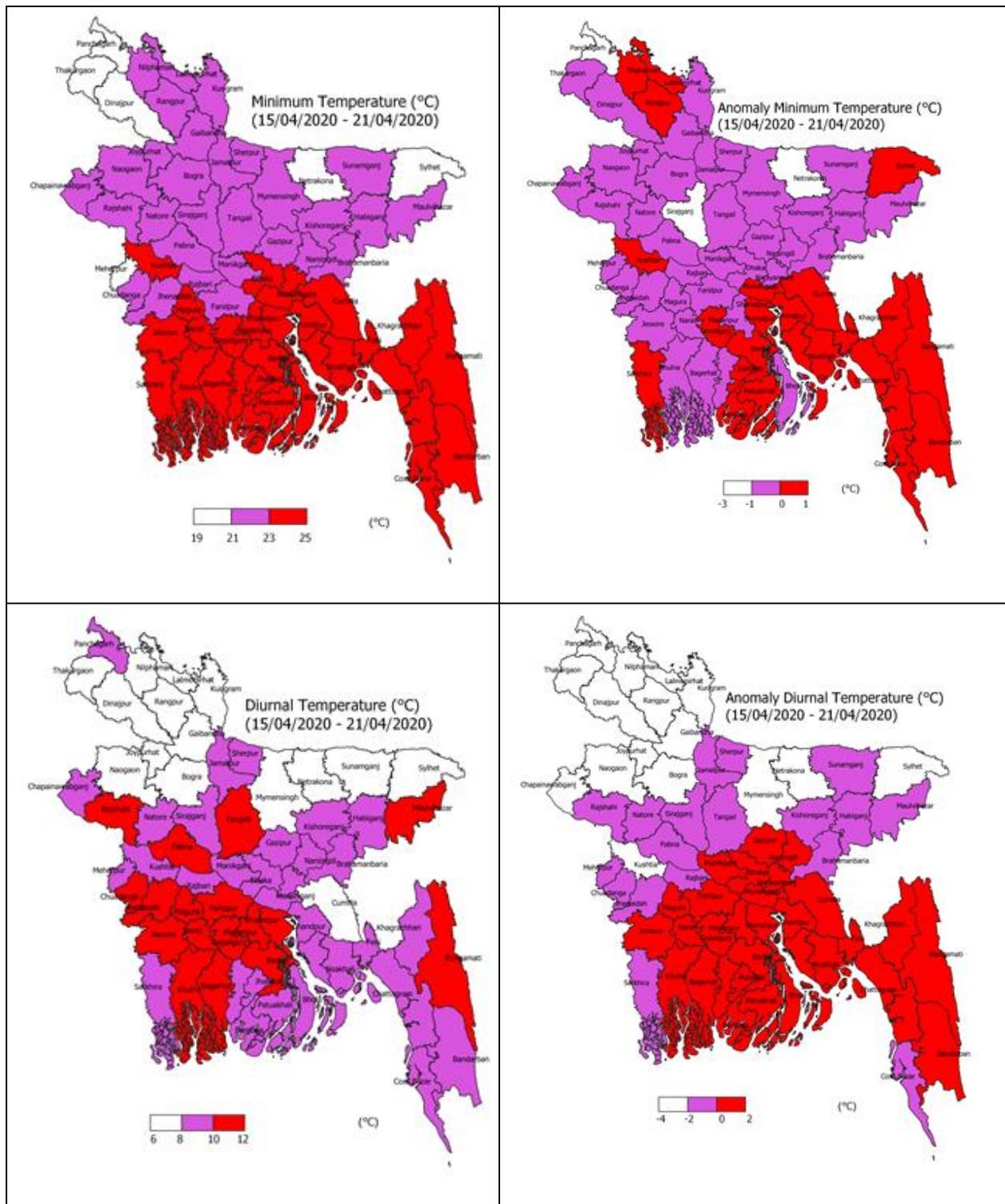
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

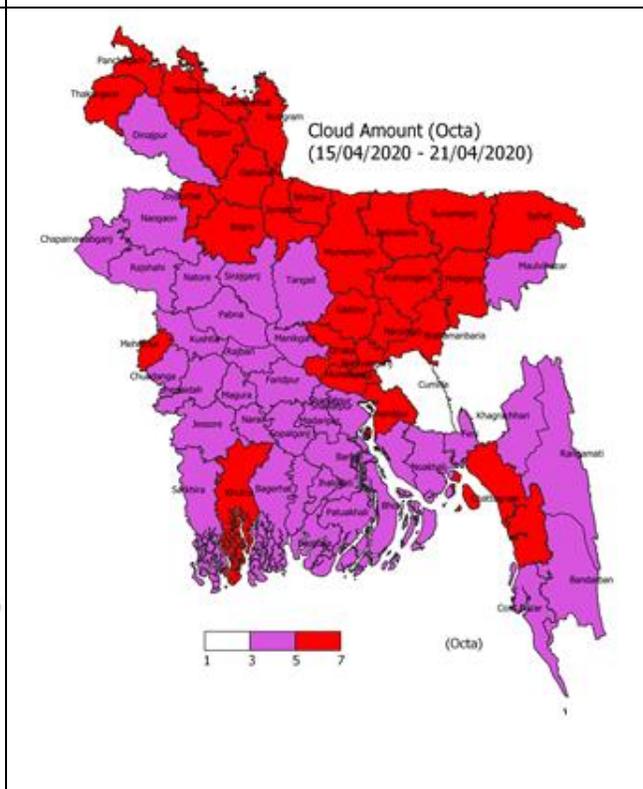
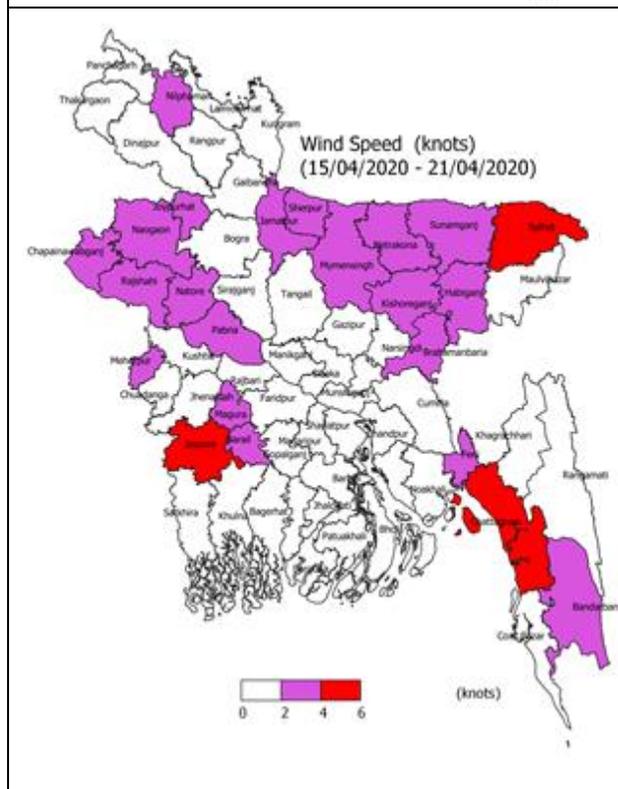
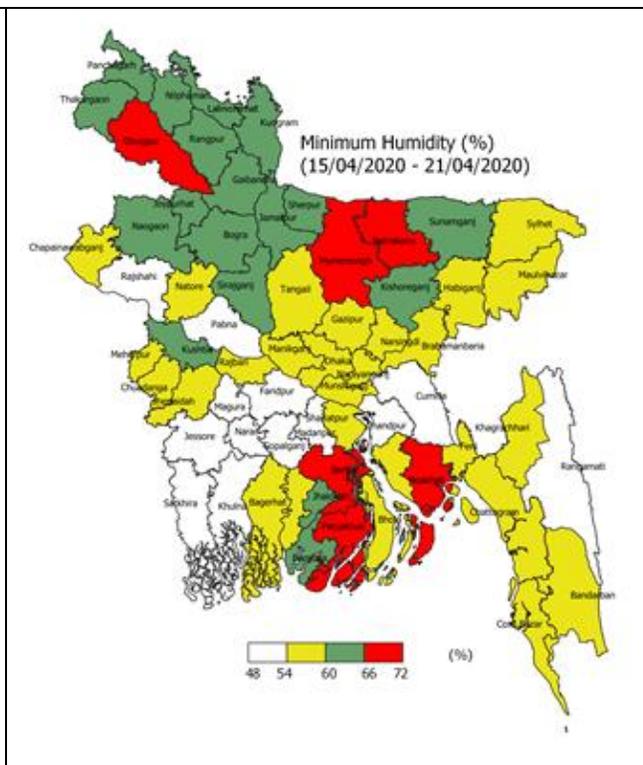
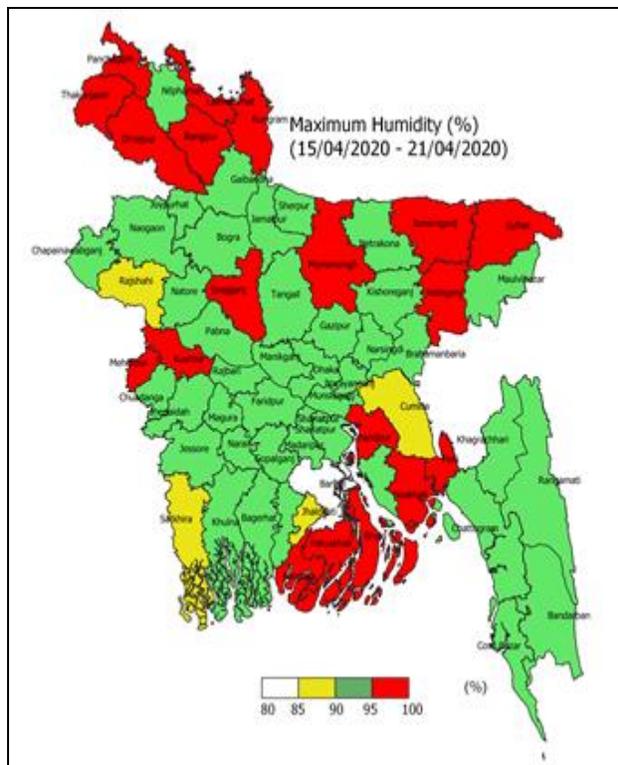
পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানো সহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে ।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (২১ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

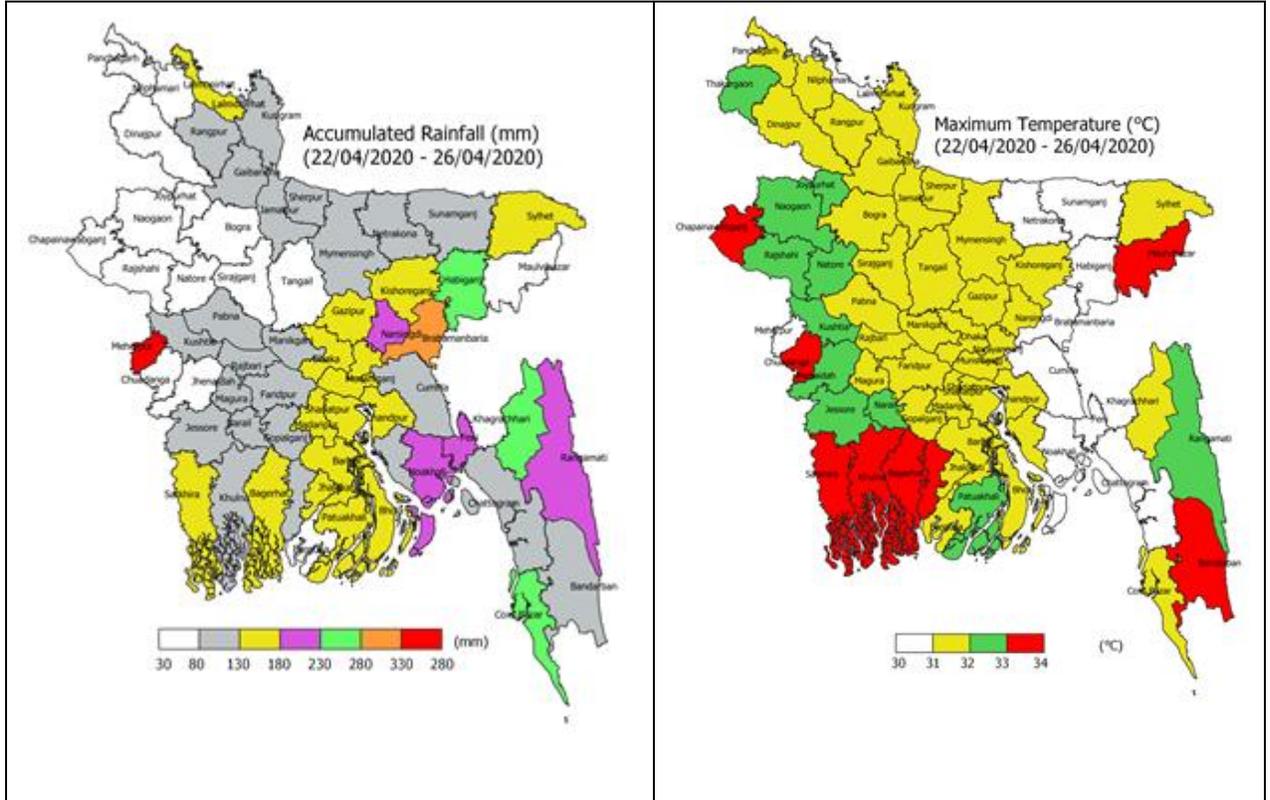
আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৪/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

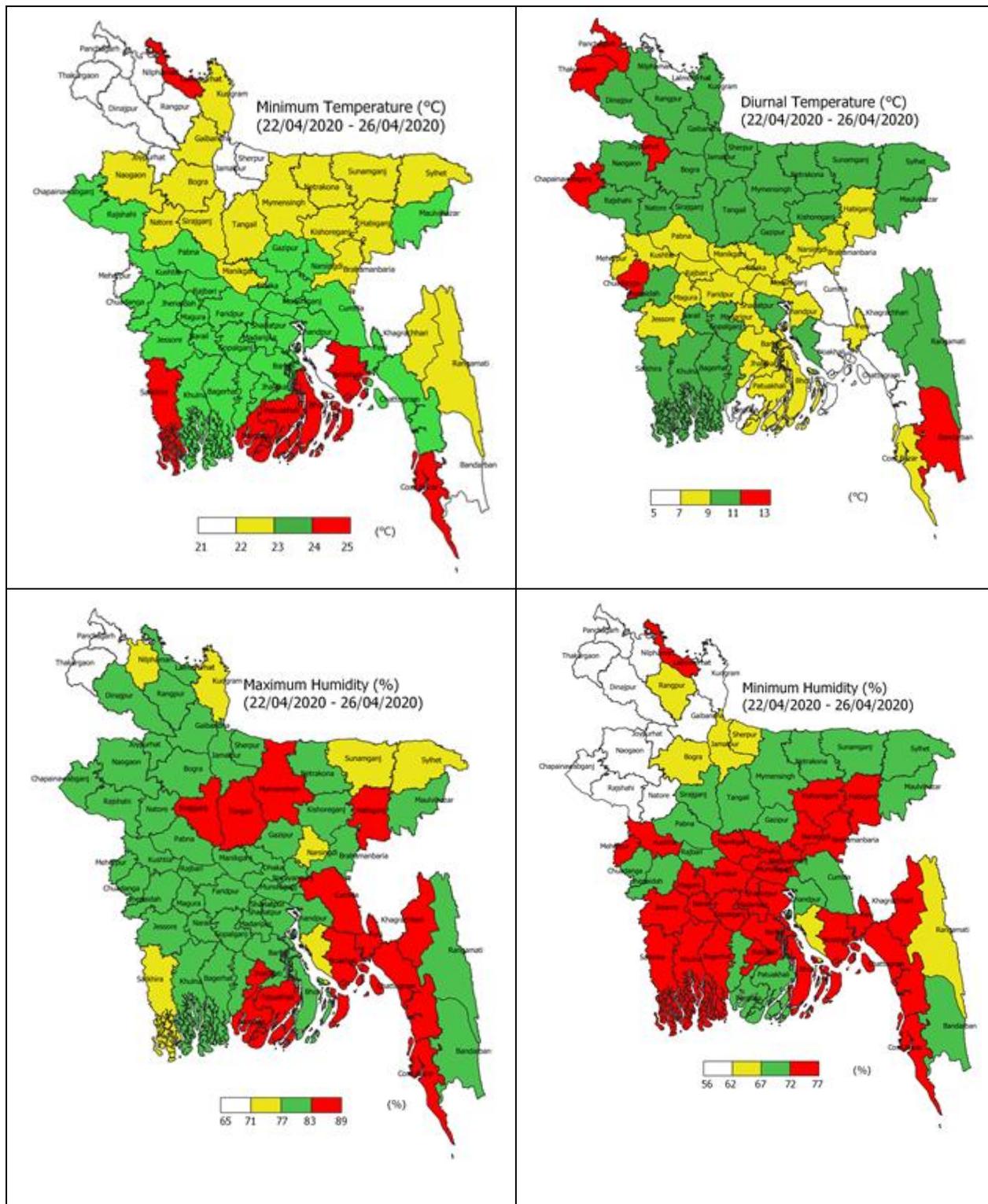
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘণ্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

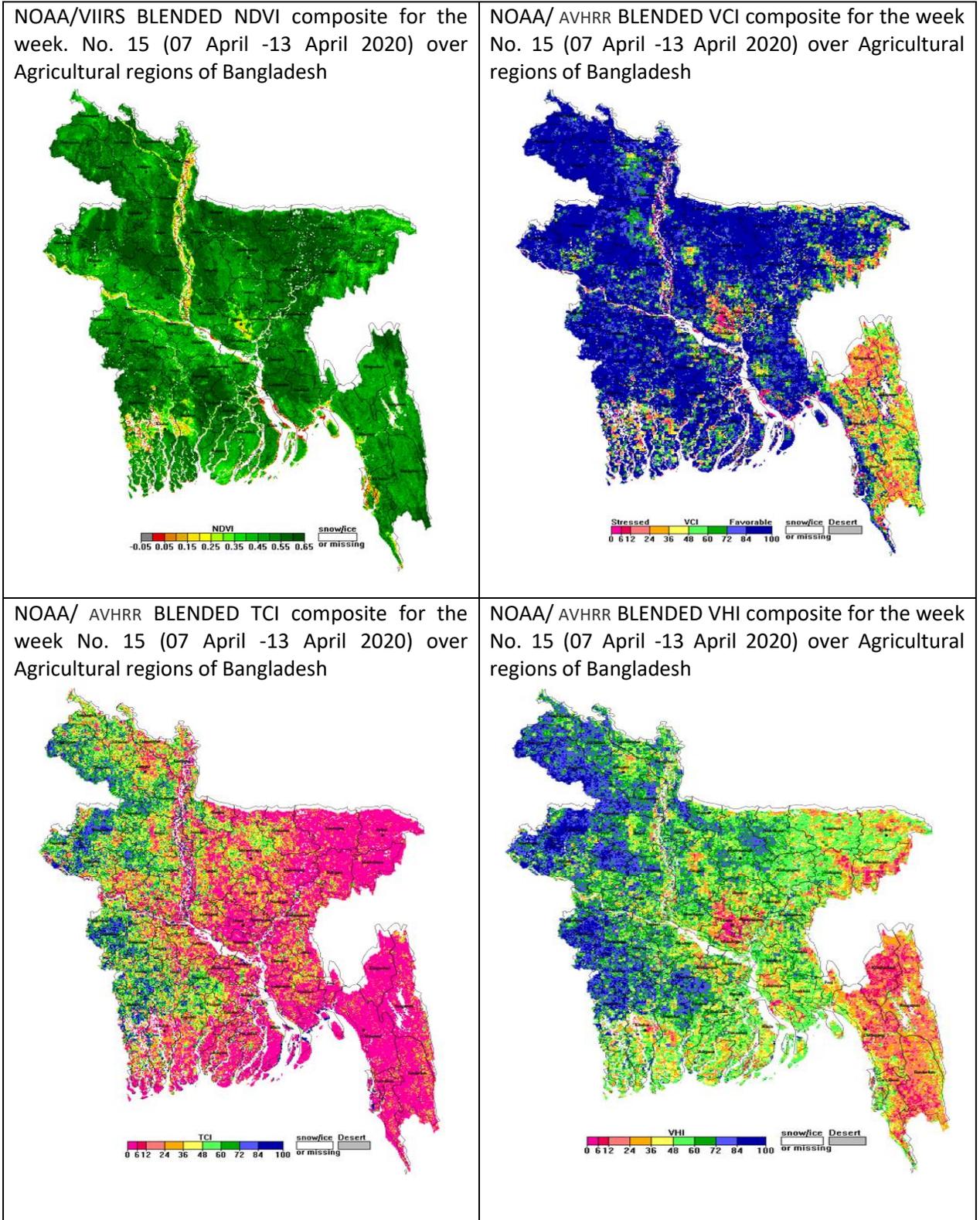
- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে । সেই সাথে সিলেট, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) ভারী বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে ।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ এপ্রিল হতে ২৬ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত)



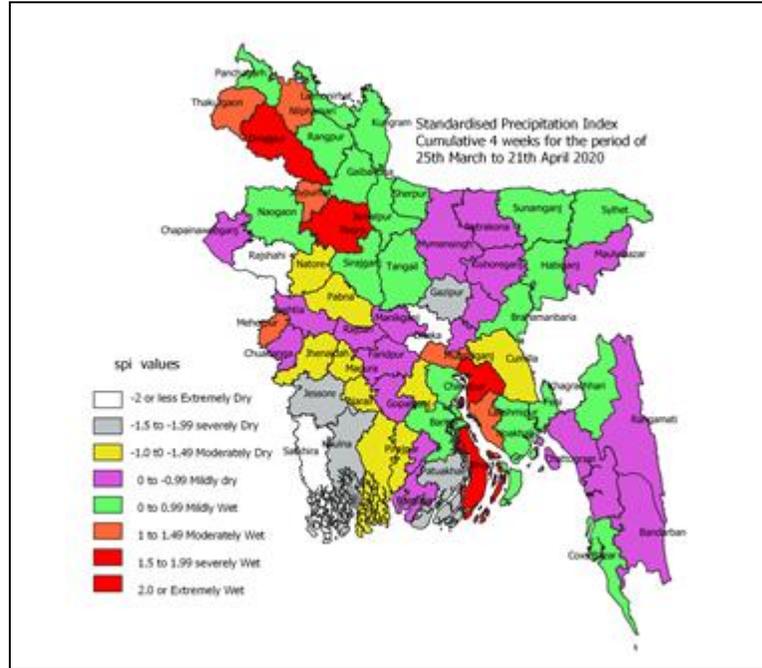


বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:



Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহে (মার্চ সহ ২০২০) দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ অতিমাত্রায় ভেজা পরিস্থিতি ছিল এবং কেন্দ্রীয় অংশ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি ছিল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলগুলিতে অতিমাত্রায় শুক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।



ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর